সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

08-December-2016

হুযুর ﷺ পুরনূর এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ঘটনাবলী

(Bangla)

হুযুর পুরনূর ﷺ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের ঘটনাবলী

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

নামে মুস্তফার প্রতি সম্মানের পুরস্কার

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫১০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"আল্লাহ্ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ"** ৪র্থ খন্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বনী ইসরাঈলে (মাসতাহ নামের) এক ব্যক্তি ২০০ বছর পর্যন্ত **আল্লাহ্ তাআলা**র নাফরমানী করেছে। যখন সে মারা গেলো তখন লোকেরা তাকে পা ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আবর্জনা স্তুপে নিক্ষেপ করল, **আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত** মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, গিয়ে তার জানাযার নামায আদায় করুন, তিনি (মুসা) عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে আল্লাহ্**! বনী ইসরাঈলরা বলছে, সে ২০০ বছর পর্যন্ত **তোমার** নাফরমানী করেছে। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: সে এমনই ছিল, কিন্তু সে যখনই তাওরাত খুলতো এবং নামে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) দেখতো তখন তা চুমু দিয়ে চোখে লাগাতো এবং **তাঁর** প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতো, ব্যস আমি তার এই আমলটি কবুল করে তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি এবং ৭০জন জান্নাতী হুরের সাথে তার বিয়ে করিয়ে দিয়েছি।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ, ৪/৪৫, হাদীস নং-৪৬৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُوا اللهَ! ,تُوْبُوْا اِلَى اللهِ! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযু বিহীন মুহাম্মদ নাম নিতো না এমন বুযুর্গ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৭২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"দরূদ ও সালামের পুষ্পধারা"** এর ৩৬৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: প্রসিদ্ধ বাদশাহ সুলতান মাহমুদ গযনবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একজন মহান আলিম ও নামায রোযার পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন। তিনি সারা জীবন দ্বীন ইসলামের হুকুম আহকাম অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করতে ও **আল্লাহ্‌র** বাণীকে প্রসারের জন্য অনেক যুদ্ধ করেছেন আর বিজয় লাভ করেছেন।

www.dawateislami.net

বীর ও সাহসী হওয়ার পাশাপাশি ইশ্‌কে **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর অনুগত গোলাম আয়াজ এর এক ছেলে ছিলো যার নাম ছিলো **মুহাম্মদ**। হযরত মাহমুদ গযনবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখনই সেই ছেলেকে ডাকতেন, তখনি তার নাম ধরে ডাকতেন, একদিন তিনি স্বভাব বিরুদ্ধ ভাবে তাকে হে ইবনে আয়ায (হে আয়াযের সন্তান)! বলে ডাকলেন। আয়ায মনে করলো যে, সম্ভবত বাদশাহ আজ অসন্তুষ্ট, এজন্যে আমার ছেলেকে নাম ধরে ডাকলেন না, তিনি দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **হুযুর**! আমার সন্তানের কি আজ কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, যার কারণে আপনি তার নাম ধরে না ডেকে ইবনে আয়ায বলে ডেকেছেন? সুলতান মাহমুদ গযনবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "আমি নামে **মুহাম্মদের** প্রতি সম্মানের কারণে তোমার ছেলের নাম অযু ছাড়া নিইনি। কেননা, তখন আমি অযু অবস্থায় ছিলাম না, এজন্যই **মুহাম্মদ** শব্দটি অযু ছাড়া উচ্চারণ করা ভাল মনে করিনি।" (রুহুল বয়ান, ৭/১৮৫)

লব পর আ'জাতাহে জব নামে জনাব, মুঁহ মে গুল জাতা হে শেহেদে নায়াব,
ওজদ মে হো কে হাম এ্যয় জাঁ বে'তাব, আপনের লব চুম লিয়া করতে হে।
(হাদায়িকে বখশীশ, ১১৪ পৃষ্ঠা)

চরণ দু'টির ব্যাখ্যা:

হে আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যখনই আপনার নাম মোবারক আমাদের ঠোঁটে আসে, তখন এমন মনে হয়, যেন কেউ আমাদের মুখে খাঁটি মধু ঢেলে দিলো। এমনই অবস্থায় ঠোঁট পরস্পর মিলে যায় এবং একে অপরকে চুমু দিতে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হুযুরের নাম মোবারক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতে তো **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য নাম মোবারক রয়েছে। হযরত আল্লামা মুহাম্মদ মাহদী ফাসী মালেকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** এক হাজার নাম রয়েছে এবং

www.dawateislami.net

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও এক হাজার নাম রয়েছে। ইবনে ফারেস থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারক দুই হাজারেরও বেশি। এর মধ্যে প্রতিটি নাম **তাঁর** জীবনী ও চরিত্রের কোন না কোন অংশকে প্রকাশ করে। (মাতালিউল মাসার্‌রাত (অনুদিত), পৃষ্ঠা-১৯৩, সংক্ষেপিত) আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাতি নাম হচ্ছে দু'টি, পুর্ববর্তী কিতাবে **তাঁর** নাম '**احمد**' এবং কোরআনে করীমে '**محمد**' আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য গুনবাচক নাম রয়েছে। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৯৬ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

আঁখো কা তারা নামে মুহাম্মদ, দিল কা উজালা নামে মুহাম্মদ।
হে ইয়োঁ তো কসরত সে নাম লেকিন, সব সে হে পেয়ারা নামে মুহাম্মদ।
পুছে গা মওলা লায়াহে কিয়া কিয়া, মে ইয়ে কাহোঙ্গা নামে মুহাম্মদ।
আপনে জামিলে রযবী কে দিল মে, আ'জা সা'মা নামে মুহাম্মদ। (কাবালায়ে বখশীশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আজ আমরা তা'যীমে **মুস্তফা** অর্থাৎ- **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের বিভিন্ন ঘটনা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো এবং এটাও শুনবো যে, কোরআন ও হাদীসে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ সম্পর্কে কি কি বর্ণিত হয়েছে। আসুন সর্ব প্রথমে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি।

অনন্য ভালবাসা এবং অতুলনীয় সম্মান প্রদর্শণ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৬২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সীরাতে মুস্তফা"** এর ৩৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চৌদ্দ হাজার (১৪০০০) সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে ওমরার ইহরাম বেঁধে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশংকা ছিলো যে, হয়তো মক্কার কাফেররা আমাদেরকে ওমরা আদায় করতে বাঁধা প্রদান করবে,

www.dawateislami.net

একারণেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূর্বেই খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন, যেন তিনি মক্কার কাফেরদের মনোভাবের সংবাদ নিয়ে আসে। যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাফেলা আসফান নামক স্থানের নিকটবর্তী পৌঁছলো তখন সেই ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসলো, মক্কার কাফেররা আরবের সকল গোত্রকে জমা করে একথা জানিয়ে দিলো যে, মুসলমানদের কোন অবস্থাতেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। সুতরাং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাজপথ ছেড়ে সফর শুরু করলেন এবং সাধারণ পথ ছেড়ে অগ্রসর হলেন আর হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তাবু খাটালেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখলেন যে, কুরাইশের কাফেররা লড়াই করার জন্য প্রস্তুত এবং এদিকে মুসলমানদের অবস্থা এমন যে, সবাই ইহরাম পরিহিত অবস্থায়, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধির আলোচনা করার জন্য কাউকে মক্কায় পাঠানো সমীচীন মনে করলেন। সুতরাং এই কাজের জন্য প্রথমে **তিনি** হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে নির্বাচিত করলেন কিন্তু আবার কোন বিশেষ কারণে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে মক্কায় পাঠালেন। তিনি মক্কায় পৌঁছে কুরাইশের কাফেরদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে সন্ধির বার্তা পৌঁছালেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের ধন-সম্পদ এবং নিজের গোত্রের রক্ষনাবেক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে কুরাইশের কাফেরদের দৃষ্টিতে অনেক বেশি সম্মানিত ছিলেন। এই কারণেই কুরাইশের কাফেররা তাঁর সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করতে পারেনি। বরং তাঁকে বলা হলো, আপনাকে অনুমতি দেয়া হচ্ছে, আপনি কাবার তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করে আপনার ওমরা আদায় করে নিন, কিন্তু আমরা **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে কোনভাবেই কাবার নিকটে আসতে দিবো না। হযরত ওসমানে গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তা প্রত্যাখ্যান করে দিলেন এবং বললেন: আমি **রাসুলূল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ছাড়া কখনোই একা ওমরা আদায় করবো না। (সীরাতে মুস্তফা, পৃষ্ঠা-৩৪৮) যখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মক্কা থেকে ফিরে আসলেন তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবু আব্দুল্লাহ! (এটা ওসমান গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর উপনাম ছিলো) আপনি তো নিশ্চয় কাবার তাওয়াফ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন?

www.dawateislami.net

তখন সেই প্রেমিক ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতিক উত্তর দিলেন: শপথ! সেই পবিত্র সত্তার, যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, যদি আমি পুরো বছর মক্কায় থাকতাম এবং **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হুদায়বিয়ায় অবস্থান করতেন, তখনও আমি ততক্ষন পর্যন্ত বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতাম না, যতক্ষন পর্যন্ত **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাওয়াফ করে নিতেন না। তবে হ্যাঁ কুরাইশরা আমাকে তাওয়াফ করতে বলেছিলো কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করে দিলাম।

(দালাইলুন নবুয়ত, বাবু আরসালুন নবী, ৪/১৩৩-১৩৪)

আল্লাহ্ সে কিয়া পেয়ার হে ওসমান গনী কা মাহবুবে খোদা ইয়ার হে ওসমানে গনী কা।
জিস আয়েনা মে নূরে ইলাহী নযর আয়ে ওহ আয়েনা রুখসার হে ওসমানে গনী কা।
আল্লাহু গনী হদ নেহী ইনআম ও আতা কি ওহ ফয়য পে দরবার হে ওসমানে গনী কা।

(যওকে নাত, ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! মুনিব হোক এমন এবং গোলামও হোক এমন, নিঃসন্দেহে এই ঈমান তাজাকারী ঘটনা থেকে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর অন্তরে অফুরন্ত ইশ্কে **রাসূল** এবং **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অপরিসীম সম্মানের বিষয়টি জানা যায় যে, কাফেররা তাঁকে একা তাওয়াফ করার প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সম্মান ও আদবের চেতনায় **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ছাড়া তাওয়াফ করা কখনোই পছন্দ করলেন না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রিসালাতের আলোকবর্তিকার প্রতঙ্গ

হুদায়বিয়ার সন্ধির এই সময়ে হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়া বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ (যিনি তখনো ঈমান আনেননি) মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে **শাহানশাহে দো আলম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সন্ধির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আসলে তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যে ধরণের সম্মান করতে দেখলেন,

www.dawateislami.net

সেই সম্মানের ধরণকে মক্কার কাফেরদের নিকট গিয়ে এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা বর্ণনা করেন: খোদার কসম! আমি অনেক বাদশাহর দরবারে প্রতিনিধিদল নিয়ে গিয়েছি, আমি কায়সার (অর্থাৎ রোম রাজ্যের বাদশাহ) কিসরা (অর্থাৎ ইরান সাম্রাজ্যের বাদশাহ) নাজ্জাশী (অর্থাৎ আবিসিনিয়ার বাদশাহ) এই সবের দরবারে গিয়েছি, কিন্তু খোদার কসম! আমি এমন কোন বাদশাহ দেখিনি যে, তার সাথীরা এভাবে তার সম্মান করছে, যেমনটি হযরত **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সাহাবীরা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সম্মান করছে। খোদার কসম! যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **থুথু** ফেলেন তখন **তাঁর** থুথু মোবারক কারো না কারো হাতের তালুতেই হতো, যা তাঁরা তাঁদের চেহারা এবং শরীরে মেখে নেয়, যখন **তিনি** আপন সাহাবীদের কোন আদেশ দেন তখন সাথেসাথেই তা মান্য করা হয়, যখন **তিনি** অযু করেন তখন এমন মনে হতো যে, **তাঁর** সাহাবীগণ অযুর ব্যবহৃত পানি নেওয়ার জন্য পরস্পর লড়াই শুরু করবে, যখন **তিনি** কথা বলেন তখন তাঁরা **তাঁর** দরবারে নিজের আওয়াজকে অবনমিত রাখতেন এবং আদব ও সম্মানের কারণে **তাঁর** দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না।

(বুখারী, কিতাবুশ শুরুত, বাবুশ শুরুতি ফিল জিহাদ, ২/২২৩, হাদীস নং-২৭৩১)

এমনই এক ঘটনা হযরত সায়্যিদুনা আবু জুহাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে দেখলাম যে, তিনি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অযুর ব্যবহৃত পানি (একটি পাত্রে) নিলেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সেই পানি সংগ্রহ করার জন্য ঝাপিয়ে পড়ল, যিনিই সামান্য পরিমান সংগ্রহ করলেন, তিনি তা (নিজের শরীরে) মেখে নিলেন এবং যিনি সংগ্রহ করতে পারলেন না, তিনি অন্য কারো হাত থেকে আদ্রতা অর্জন করে নিলেন। **(বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাতি ফিস সাওয়াব, ১/১৫০, হাদীস নং-৩৭৬)**

তু শময়ে রিসালত হে আ'লম তেরা পরওয়ানা, তু মাহে নবুয়ত হে এ্যয় জলওয়ায়ে জা'না'না।
জু সাকিয়ে কওসার কে চেহরে সে নেকাব উঠে, হার দিল বনে মেয় খানা হার আখঁ হো পেয় মানা।
হার ফুল মে বু তেরী হার শময়া মে যও তেরী, বুলবুল হে তেরা বুলবুল পরওয়ানা হে পরওয়ানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইশ্‌কে রাসূলে ডুবে যে শানদার পদ্ধতিতে নিজের **আক্বা ও মাওলা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান করেছেন, তা অতুলনীয়। সেই মহান ব্যক্তিত্বরা নিজেদের আচার-আচরণ দিয়ে দুনিয়ার মুসলমানদের এটা দেখিয়ে দিলেন যে, একজন উম্মতকে তার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিরূপ আদব ও সম্মান করা উচিৎ। মনে রাখবেন! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য মোবারক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, ওলামায়ে কিরাম, মুফতীয়ানে কিরাম, বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এবং সাধারণ মুসলমানগন সর্বত্র **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করে আসছেন এবং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কিয়ামত পর্যন্ত করতেই থাকবে আর কেনইবা করবে না যে, **নবী**র প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা তো ঈমানের জন্য খুবই জরুরী। কোরআনে করীমে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿۸﴾ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿۹﴾

(পারা ২৬, আল ফাতাহ, আয়াত ৮-৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি হাযির নাযির (উপস্থিত প্রত্যক্ষকারী) এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে; যাতে হে লোকেরা! তোমরা **আল্লাহ্** ও **তাঁর রাসূলে**র উপর ঈমান আনো এবং রাসূলের মহত্ব বর্ণনা ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করো আর সকাল-সন্ধ্যা **আল্লাহ্**র পবিত্রতা ঘোষণা করো।

হযরত আল্লামা কাযী আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা ও সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন এবং **তাঁর** আদব ও সম্মানকে আবশ্যক করে দিয়েছেন।

(আশ শিফা বেতা'রিফে হুকুকুল মুস্তফা, ২য় অংশ, ৫৩ পৃষ্ঠা)

এর বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে ফকিহে মিল্লাত হযরত মুফতি জালালুদ্দিন আহমদ আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আয়াতে মুবারাকায় **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তা শুধু জায়িয নয় বরং ওয়াজীব ও আবশ্যক।

www.dawateislami.net

সুতরাং মুসলমানের জন্য আবশ্যক যে, তারা যেন প্রত্যেক ভাবে **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব রক্ষা করে এবং সকল জায়িয পন্থায় **তাঁকে** সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শণ করে। এজন্যই যে, আয়াতে মুবারাকায় **নবী**র প্রতি সম্মানের একছত্র আদেশ রয়েছে, অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করা হয়নি, সুতরাং সর্বাবস্থায় **তাঁকে** সম্মান করা আবশ্যক, তবে **তাঁকে** খোদা বা খোদার সন্তান বলা বা **আল্লাহ্ তাআলা**র মতোই **তাঁর** জন্য কোন গুনাবলী প্রমাণ করা শিরক ও কুফর এবং **তাঁকে** (সম্মানার্থে) সিজদা করা হারাম ও নাজায়িয। তিনি আরো বলেন: এই আয়াতে মুবারাকায় সর্বপ্রথম ঈমানের আলোচনা করা হয়েছে, অতঃপর **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও শ্রদ্ধার আদেশ রয়েছে এবং এরপর ইবাদতের কথা ইরশাদ করেছেন, যাদ্বারা এই বিষয়টির প্রতি প্রকাশ্য ইঙ্গিত যে, ঈমান হচ্ছে সর্বপ্রথম অর্থাৎ ঈমান ছাড়া **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান কবুল হবে না, তবে ঈমানের পর **রাসূলে**র প্রতি সম্মান প্রদর্শণের মর্যাদা অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কেননা, এই কাজটি ছাড়া সকল ইবাদত নামায, রোযা, যাকাত ও সদকা এবং সকল প্রকার নেকী গ্রহণ যোগ্য নয়। (তাযীমে নবী, ১৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

আল্লাহ্ কি সর তা বা'কদম শান হে ইয়ে, ইন সা নেহী ইনসান ওহ ইনসান হে ইয়ে।
কোরআন তো ঈমান বাতা তা হে ইনহে, ঈমান ইয়ে কেহতা হে মেরী জান হে ইয়ে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, ঈমান আনার পর সকল মুসলমানের জন্য **নবী**র প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা অতিশয় আবশ্যক। মনে রাখবেন! সম্মানের অর্থই হচ্ছে যে, মানুষ তার কথা ও কাজে কারো মহত্বকে প্রকাশ করবে। সুতরাং প্রত্যেক ছোটই, যে নিজেকে ছোট মনে করে, সে তার বড়দের সামনে কথা ও কাজে এমন ভাব পোষন করে, যাতে সেই বড়দের মহত্ব ও মহানত্ব প্রকাশ পায়, যেমন মুরীদ তার পীরের সামনে, সন্তান তার পিতা-মাতার সামনে, কর্মচারী অফিসারদের সমানে, ছাত্র তার শিক্ষকের সামনে, মুক্তাদী নিজের ইমামের সামনে,

www.dawateislami.net

এমনকি ভাই নিজের বড় ভাইয়ের সামনে এমন অনেক ভাব পোষন করে, যাতে বড়দের আদব ও সম্মান এবং তাদের শান ও মর্যাদা প্রকাশ পায় আর কেনইবা হবে না যে, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বত্তাগত ভাবেই (নিজেই) বড়দেরকে ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শণ এবং ছোটদেরকে তাদের বড়দের সম্মান করার প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়। (তিরমিযী, আবওয়াবুল বিররে ওয়াস সিলা, বাব মা জাআ ফি রহমাতুস সাবিইন, ৩/৩৬৯, হাদীস নং-১৯২৬) সুতরাং আমাদের উচিৎ, নিজের ছোটদের স্নেহ করা এবং নিজের পিতা-মাতা, বড় ভাই বোন, বুযুর্গ, সঠিক আক্বীদা সম্পন্ন সুন্নি ওলামায়ে কিরাম ও মুফতীয়ানে এজামদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى অতিশয় সম্মান করা এবং তা'যীমে **মুস্তফা তথা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের বিষয়ে তো কখনো কোন প্রকার অলসতা না করা, বরং যদি অভিশপ্ত শয়তান আমাদের বিভিন্ন ধরণের বাহানা এবং কুমন্ত্রণার মাধ্যমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে এবং **নবী**র সম্মানকে শিরক ও কুফর বলে অবহিত করে তবে কখনোই তার এই প্রতারনায় পতিত হবেন না, মনে রাখবেন! যে অভিশপ্ত শয়তান হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করতে অস্বীকার করে **আল্লাহ্ তাআলা**র অবাধ্য এবং **নবী**র প্রতি সম্মান প্রদর্শণের ব্যাপারে অস্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিলো আর **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবার থেকে তিরস্কার করা হয়েছে, সে কখনোই চাইবে না যে, আমরা **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করে **আল্লাহ্ তাআলা**র একান্ত বাধ্যগত এবং আমরা **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে নৈকট্যশীল (বান্দা) হয়ে যায়।

ফকীহে মিল্লাত হযরত মুফতী জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **নবী**র প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা কুফর নয় বরং **নবী**র প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করাকে অস্বীকার করাই কুফর এবং এটা এমন কুফর যা মানুষের জন্মের পর সর্বপ্রথম হয়েছিলো, যেমনটি **আল্লাহ্ তাআলা** ১ম পারায় সুরা বাকারার ৩৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىٕكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰى وَ اسْتَكْبَرَ ۫ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ﴿۳۴﴾

(পারা ১, বাকারা, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং স্মরণ করুন! যখন আমি ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা করো।' তখন সবাই সিজদা করেছিলো, ইবলীস ব্যতীত; সে অমান্যকারী হলো ও অহংকার করলো এবং কাফির হয়ে গেলো।

জানা গেলো, **নবী**র প্রতি সম্মান প্রদর্শণের অস্বীকার কারায় সেই কুফর, যা মানুষের জন্মের পরপরই সর্বপ্রথম হয়েছিলো এবং বাকী কুফরীগুলো অস্থিত্ব পরে হয়েছিলো। (তা'যীমে নবী, পৃষ্ঠা-৬, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে মুবারাকা এবং এর তাফসীরের আলোকে জানতে পারলাম, **নবী**র প্রতি সম্মান প্রদর্শণ কৃত সিজদা করতে অস্বীকার করাই, অভিশপ্ত শয়তানের কাফের হওয়ার কারণ হলো, সুতরাং আমাদের উচিৎ, **নবী**র প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করার মধ্যে কখনোই কম হতে না দেয়া, তাছাড়া এটাও জানতে পারলাম, সম্মানের উদ্দেশ্যে সিজদা করা, পূর্বেকার শরীয়াতে জায়িয ছিলো কিন্তু এখন তা কোনভাবেই জায়িয নয়।

সিজদা করতা জু মুঝে ইস কি ইজাযত হোতি,
কিয়া করোঁ ইযন মুঝে ইস কা খোদা নে না দিয়া। (সামানে বখশীশ, ৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

একবার **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু মুহাজিরীন ও আনসারের মঝে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একটি উট দরবারে রিসালতে উপস্থিত হলো এবং সেটি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সিজদা করলো, সাহাবায়ে কিরামগন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করতে লাগলো: تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! পশু এবং গাছ আপনাকে সিজদা করে, সুতরাং আমরা তো এই বিষয়ে বেশি হকদার যে, আপনাকে সিজদা করার।

www.dawateislami.net

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আপন **রবের** ইবাদত করো এবং আপন ভাইয়ের সম্মান করো, যদি আমি কাউকে **আল্লাহ্ তাআলা** ব্যতিত অন্য কারো সামনে সিজদা করার আদেশ দিতাম তবে মহিলাদের আদেশ দিতাম যে, তারা যেন নিজেদের স্বামীকে সিজদা করে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে সায়্যিদা আয়েশা, ৯/৩৫৩, হাদীস নং-২৪৫২৫) মনে রাখবেন! ভাই দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে **তাঁর** পবিত্র সত্তা অর্থাৎ আমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করো, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেকে ভাই বলা ছিলো বিনয় ও নম্রতার কারণে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সাহাবায়ে কিরামগন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **মুস্তফার** প্রতি সম্মান প্রদর্শণের কোন সুযোগই হাত ছাড়া হতে দিতেন না এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব ও সম্মান করতেন, তাছাড়া **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও তাঁদের নিষেধ করতেন না, কিন্তু যখনই সম্মান সূচক সিজদার বিষয় আসলো তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের নিষেধ করলেন। আসুন! বিভিন্ন আঙ্গিকে **প্রিয় মুস্তফার** প্রতি সম্মান প্রদর্শণের যে সুন্দর ভঙ্গিতে সাহাবায়ে কিরামগন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরনকারী বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن করে গেছেন আর নিজেদের বাণী ও কর্মের মাধ্যমে আমাদের শিখিয়েছেন, সে সম্পর্কে আরো কিছু ঘটনা শ্রবণ করি এবং তা থেকে মাদানী ফুল সংগ্রহ করি।

ঈমানের পর হুযুর ﷺ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা সর্বপ্রথম বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের একটি দিক এটাও যে, ঈমানের পর সকল বিষয় থেকে এমনকি ফরয ও ওয়াজীব থেকে বেশি **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই, যেমনটি সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাহারে শরীয়াতে বলেন: **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান অর্থাৎ মহত্বের বিশ্বাস ঈমানের অংশ ও ঈমানের শর্ত এবং ঈমানের পর সম্মান প্রদর্শন করা সকল ফরয থেকে বেশি।

www.dawateislami.net

এই হাদীসে মোবারাকা দ্বারা এর গুরুত্বের অনুধাবন করুন যে, খায়বর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ছাহবা নামক স্থানে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসরের নামায আদায় করে হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর কোলে মাথা মোবারক রেখে আরাম করছিলেন, হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم আসরের নামায তখনো আদায় করেননি, তিনি দেখছিলেন যে, সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্ত কোল নাড়লে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই খেয়ালে নড়লেনও না, এমনকি সুর্য ডুবে গেল, পবিত্র চক্ষু মোবারক খুলতেই হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নিজের নামাযের বিষয়ে আরয করলেন, তখন **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ করলেন, আর ডুবন্ত সূর্য আবার ফিরে আসলো, হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নামায আদায় করলেন অতঃপর ডুবলো, এ থেকে প্রমাণিত হলো, উত্তম ইবাদত নামায তাও সালাতুল উসতা অর্থাৎ আসরের নামায হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘুমের জন্য কুরবান করে দিলেন।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/৭৪, সংক্ষেপিত)

মওলা আলী নে ওয়ারী তেরী নিন্দ পর নামায,
অউর ওহ ভি আসর সব সে জু আ'লা খাতার কি হে।
সাবেত হুয়া কেহ জুমলা ফরাইয ফুরু' হে,
আসলুল উসুল বন্দেগী উস তা'জওয়ার কি হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২০৩-২০৫ পৃষ্ঠা)

পংক্তির সারমর্মঃ অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ যে আসরের নামায সবচেয়ে উত্তম ও মহান, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘুমের জন্য কুরবান করে দিলেন, যাদ্বারা জানা গেল যে, সর্বপ্রথম **মদীনার তাজেদার, শাহানশাহে আবরার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমত এবং সম্মানের স্তর, বাকী সকল ফরয সমূহের স্তর এর পর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাত্র আমরা বাহারে শরীয়াতের আলোকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা সম্পর্কে দ্বীন ইসলামের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আকীদা শ্রবণ করলাম যে, **"হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা অর্থাৎ মহত্বের বিশ্বাস ঈমানের অংশ ও ঈমানের শর্ত এবং ঈমানের পর সম্মান প্রদর্শন করা সকল ফরয থেকে বেশি উত্তম।" সুতরাং আমাদের উচিৎ, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের প্রদীপ নিজের অন্তরে সর্বদা প্রজ্জলিত রাখা এবং এর জন্য শুধুমাত্র উত্তম আকীদা পোষণকারী লোকদের সহচর্য গ্রহণ করা। মনে রাখবেন! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের চেতনা ঈমান হিফাযতের ভাবনা নিজের অন্তরে সৃষ্টি করতে যেমনিভাবে উত্তম আকীদা পোষণকারী লোকদের সহচর্য গ্রহণ করা আবশ্যক তেমনিভাবে ইলমে দ্বীন অর্জন করা অতীব জরুরী।

"বাহারে শরীয়াত" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীনের সঠিক ও প্রয়োজনীয় মাসআলা শেখার এক উত্তম পন্থা হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "বাহারে শরীয়াত" অধ্যয়ন করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বরং মৃত্যুর পর গোসল, কাফন ও দাফন, ইছালে সাওয়াব এবং উত্তরাধীকারের সম্পদ বন্টন পর্যন্ত সম্মুখিন হওয়া পবিত্রতা, ইবাদত এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে হাজারো মাসআলা বর্ণনা করা করা হয়েছে। এছাড়াও সর্বপ্রথম দ্বীনের সঠিক এবং প্রয়োজনীয় আকীদাও বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং সকল ইসলামী ভাইদের নিকট মাদানী অনুরোধ যে, এই কিতাবটি অধ্যয়ন করুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকেও এই কিতাবটি পাঠ করতে পারবেন, ডাউনলোড **(Download)** এবং প্রিন্ট আউটও **(Print Out)** করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের একটি তিক এটাও যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা শুনার সৌভাগ্য নসীব হলে, অত্যন্ত আদবের সহকারে শ্রবন করা, যেমনটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" এর ১ম খন্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যখনই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা আসে তবে একেবারে বিনয় ও নম্রতা সহকারে শুনুন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/৭৫) সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনার সময় সর্বদা আদবের প্রতি দৃষ্টি রাখবো এবং **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনার সময় ভালবাসা ও ভক্তি সহকারে দরূদ শরীফও পাঠ করা যে, এটা বরকত লাভের মাধ্যম এবং অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াব লাভের উপায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো একবার! **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে পাকের সম্মান করার বরকতে যখন একজন বনী ইসরাঈলী ব্যক্তির প্রতি **আল্লাহ্ তাআলা**র এমনভাবে দয়া হয়েছে, তবে যারা **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত হয়ে **তাঁর** নামের প্রতি আদব ও সম্মান করে তা চুমু খেয়ে চোখে লাগিয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করবে, তার প্রতি **আল্লাহ্ তাআলা**র কিরূপ দয়া ও অনুগ্রহ হবে। এই বর্ণনা দ্বারা এটাও জানতে পারলাম যে, **তাঁর** নাম মোবারক **"মুহাম্মদ"** কে চুমু দেওয়া জায়িয এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, এমনইভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে পাক শুনে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলে চুমু দেয়াও জায়িয এবং বরকত অর্জনের মাধ্যম। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, যখনই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক নাম পড়া বা শুনা হয় তবে সম্মানের নিয়্যতে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমু দিয়ে চোখে লাগানো এবং **তাঁর** পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা।

www.dawateislami.net

নাম মোবারক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করার ফযিলত

ফতোওয়ায়ে শামীতে রয়েছে: যখন মুয়াজ্জিন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ বলে তখন মুস্তাহাব হলো, শ্রবণকারী বলবে "صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ" এবং যখন দ্বিতীয়বার এই বাক্য শুনবে তখন এরূপ বলবে " قُرَّتُ عَيْنِى بِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اللّٰهُمَّ مَتِّعْنِى بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ" এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে চোখের সাথে লাগাবে, এরূপ আমলকারীকে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। তাছাড়া আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **কিতাবুল ফিরদাউসে**র বরাত দিয়ে **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীটি উদ্ধৃত করেন: যে ব্যক্তি আযানে "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ" শ্রবণ করে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখে চুমু খাবে, আমি এরূপ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব দিবো এবং তাদের জান্নাতিদের সারিতে প্রবেশ করাবো।" **(দুররে মুখতার ওয়া রুদ্দুল মুহতার, ২/৮৪)**

একবার আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমু দেয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি যে উত্তর দেন তার সারমর্ম হচ্ছে: অবশ্যই চুমু দেয়া উচিৎ বরং বিশেষ করে আযানের সময় তো অবশ্যই **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমু দেয়া ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মুস্তাহাব বলেছেন এবং এই বিশেষ মুহূর্তে আঙ্গুল চুমু দেয়ার আদেশ হাদীসে পাকেও বর্ণিত রয়েছে। তবে নামাযে বা খুতবার সময় ও কোরআন তিলাওয়াতের সময় নাম মোবারক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমু দেয়া নিষেধ রয়েছে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৩১৫, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **"হাবীবে রাব্বে আকবর, হুযুর পূর নুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারক হচ্ছে;

www.dawateislami.net

মুহাম্মদ ও **আহমদ** এবং প্রকাশ্য যে, এই দু'টি নাম স্বয়ং **আল্লাহ্ তাআলাই তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য নির্বাচিত করেছেন, যদি এই দু'টি নাম **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট অত্যধিক পছন্দনীয় না হতো, তবে নিজের **প্রিয় হাবীবের** জন্য পছন্দ করতেন না।" (বাহারে শরীয়াত, ৩/৬০১)

মুহাম্মদ নাম রাখলে তার সম্মানও করো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানার্থে **তাঁর** নাম মোবারকেরও সম্মান ও আদব করা। কেননা, এর উৎসাহ স্বয়ং হাদীসে পাকেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনটি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِذَا سَمَّيْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّدًا فَاَكْرِمُوْهُ অর্থাৎ যখন তোমরা কোন শিশুর নাম **মুহাম্মদ** রাখো তবে তার সম্মান করো।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুন নিকাহ, কসমুল আকওয়াল, ১৬তম অংশ, ৮/১৭৩, হাদীস নং-৪৫১৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো; "নেকীর দাওয়াতের এলাকায়ী দাওরা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সত্যিকার আশিকানে রাসূলের অন্তরে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের চেতনা কিরূপ ভরে থাকে, তারা **প্রিয় মুস্তফার** প্রতি সম্মান প্রদর্শণের কারণে অযু ছাড়া **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নাম উচ্চারণ করাও আদবের পরিপন্থী মনে করে, সুতরাং যদি আমরাও চাই, আমাদেরও সত্যিকার আদব করা নসীব হয়ে যাক, তবে আমাদের উচিৎ, উত্তম সঙ্গ অবলম্বন করা, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ আমাদের জন্য নেয়ামতের চেয়ে কম নয়, এই মাদানী পরিবেশে দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য মঙ্গল ছাড়াও খোদাভীরুতা এবং **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করার দৌলতও নসীব হয়, সুতরাং আমাদের উচিৎ, সর্বদা এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং যেলী হালকার **১২টি** মাদানী কাজেও নিয়মিত অংশগ্রহণ করা।

www.dawateislami.net

যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "নেকীর দাওয়াতের এলাকায়ী দাওরা"। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বাধাঁ প্রদান করা অনেক বড় আজিমুশ্মান একটি কাজ। যেমনটি-

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত, **শাহানশাহে আদম ও বনী আদম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে: জিহাদের চারটি ধরণ রয়েছে। (১) নেকীর দাওয়াত দেয়া (২) মন্দ কাজ থেকে বারণ করা (৩) ধৈর্য্যধারনের স্থানে সত্য বলা এবং (৪) ফাসিকদের ঘৃণা করা। (অতঃপর ইরশাদ করেন) যে নেকীর আদেশ দিলো, সে মুমিনের হাত দৃঢ় করলো এবং যে মন্দ কাজ থেকে বরণ করলো, সে ফাসিকের নাককে ধুলা মলিন করলো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, মুহাম্মদ বিন সাওকা, ৫/১১, হাদীস নং-৬১৩০) তাছাড়া অপর এক হাদীসে পাকে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করা হলো: মানুষের মধ্যে উত্তম কে? ইরশাদ করলেন: নিজের **রব (আল্লাহ্) তাআলা**কে সর্বাধিক ভয় করা, আত্মিয়দের সাথে সু-সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং খুব বেশি নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী এবং মন্দ কাজ থেকে বারণকারী।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি সালাতুল আরহাম, ৬/২২০, হাদীস নং-৭৯৫০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ "নেকীর দাওয়াতের এলাকায়ী দাওরা" এর বরকতে এপর্যন্ত অসংখ্য লোকের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আসুন! উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য এমন এক মাদানী বাহার শ্রবণ করি যাতে "নেকীর দাওয়াতের এলাকায়ী দাওরা" এর বরকতে এক মদ্যপায়ী শুধু মদ্যপান এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে তাওবা করেনি বরং সুন্নাতের উপর আমলকারীও হয়ে গেছে।

নিয়্যত সাফ মঞ্জিল আসান (নিয়্যত ভাল হলে উদ্দেশ্য সফল হয়)

আশিকানে রাসূলের একটি মাদানী কাফেলা কাপাডওয়াঞ্জ (গুজরাট, ভারত) পৌঁছলো, "নেকীর দাওয়াতের এলাকায়ি দাওরা" চলাকালিন আশিকানে রাসূলের সাথে এক মদ্যপায়ীর সামনা সামনি সাক্ষাত হয়ে গেলো, আশিকানে রাসূল ইসলামী ভাইয়েরা তাকে খুবই ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করলে সাথে সাথে সে তাদের সাথে চলে গেলো,

www.dawateislami.net

আশিকানে রাসূল ইসলামী ভাইদের সংস্পর্শের বরকতে সে গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা, দাঁড়ি মোবারক, সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট এবং মাদানী পোষাকের সৌভাগ্য নসীব হলো, ৬ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করলো এবং আরো ৯২দিনের জন্য নিয়্যতও করলো কিন্তু সফর করার আর্থিক সামর্থ্য ছিলো না। তার এক আত্মীয় যখন সমাজের বদনামী এক ব্যক্তিকে মাদানী পোষাকে দেখলো তখন আশ্চার্য হয়ে গেলো, যখন তাকে ৯২ দিনের সফরের প্রসঙ্গে বলা হলো তখন সেই আত্মীয় বললো: টাকা পয়সার চিন্তা করবেন না। ৯২ দিনের মাদানী কাফেলায় সফরের খরচ আমার থেকে গ্রহণ করুন এবং ৯২ দিন পর্যন্ত পরিবারের খরচের দায়িত্বও আমি গ্রহণ করলাম, অতঃপর সেই দিওয়ানা ৯২ দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলেন।

ইয়া খোদা! নিকলো মে মাদানী কাফেলো কে সাথ কাশ!
সুন্নাতোঁ কি তারবিয়ত কে ওয়াস্তে ফির জলদ তর!
খুব খেদমত সুন্নাতোঁ কি হাম সদা করতে রাহে,
মাদানী মাহোল এ্যয় খোদা হাম ছে না ছুটে ওমর ভর।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৭-৬৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাকের সম্মান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের একটি দিক এটাও যে, **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীস শরীফ যা **তাঁর** মোবারক বাণী ও কাজের অন্তর্ভূক্ত, এরও খুবই আদব করা এবং হাদীসে মুবারাকা পড়তে, লিখতে, শুনতে এবং বয়ান করার সময় সম্মানের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে হাদীসে পাককেও খুবই আদব ও সম্মান করতেন। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথা বলতেন তখন উপস্থিতিরা এমনভাবে মাথা নত করে নিতেন যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। **(শামাইলে মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, বাব মা'যা ফি হলকির রসূল্লিাহ, পৃষ্ঠা-১৯৮, হাদীস নং-৩৩৪)**

www.dawateislami.net

জিস ওয়াক্ত থে খিদমত মে উন কি বু বকর ও ওসমান ও আলী,
উস ওয়াক্ত রাসূলে আকরাম কে দরবার কা আলম কিয়া হুগা।
ইক সিমত আলী ইক সিমত ওমর সিদ্দিক ইধার ওসমান ওধার,
উন জগমগ জগমগ তারোঁ মে মেহতাব কা আলম কিয়া হুগা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ছাড়াও অপরাপর পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনরাও رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن হাদীসে পাকের খুবই সম্মান করতেন। যেমনটি একবার হযরত সাইয়িদ বিন মুসাইয়িব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো এবং হাদীসে পাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, হযরত সাইয়িদ বিন মুসাইয়িব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যেহেতু শুয়ে ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে বসে গেলেন এবং হাদীসে পাক বর্ণনা করলেন, সেই ব্যক্তি আরয করলো: আমি চাইছিলাম যে, আপনার যেন উঠার কষ্ট করতে না হয়। তিনি বললেন: اِنِّیْ كَرِهْتُ اِنْ اُحَدِّثَكَ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مُضْطَجِعٌ অর্থাৎ আমার (আদবের কারণে) এটা পছন্দ হলোনা যে, শুয়ে শুয়ে রাসূলের হাদীস বর্ণনা করি। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ১১/৪৪১)

হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের কারণে রাসূলের হাদীসের খুবই সম্মান করার বিষয়ে ইমাম মালিক এবং ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا দের নাম তালিকার শীর্ষে। হযরত আবু মুসআব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীসে মুবারাকার আদব ও সম্মানের কারণে অযু ছাড়া বর্ণনা করতেন না। বরং হযরত মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট যখন লোকেরা কিছু জানার জন্য আসতেন তখন তাঁর খাদেমা (দাসী) তাঁর হুজরা থেকে বের হয়ে জিজ্ঞাসা করতো যে, হাদীস শরীফ জানার জন্য এসেছেন নাকি ফিকহার মাসআলা? যদি সে বলতো যে, ফিকহার মাসআলা জানার জন্য এসেছে তখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সাথে সাথেই বাইরে বের হয়ে আসতেন। আর যদি সে বলতো যে, হাদীস শরীফ শুনার জন্য এসেছে, তবে তিনি প্রথমে গোসল করে ভাল পোষাক পরতেন, সুগন্ধি লাগাতেন, পাগড়ী বাঁধতেন।

www.dawateislami.net

অতঃপর মাথার উপর চাদর জড়াতেন। তাঁর আসন বসানো হতো, যার উপর তিনি অত্যন্ত বিনয় ও নম্র হয়ে বসে হাদীস শরীফ বর্ণনা করতেন এবং মজলিশের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুগন্ধি আগরবাতি জ্বালাতেন আর এই আসনটি শুধুমাত্র হাদীস শরীফ বর্ণনা করার জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো, যখন তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন: اُحِبُّ اَنْ اُعَظِّمَ حَدِیْثَهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "আমি এভাবেই **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীসে পাকের সম্মান করা পছন্দ করি।" (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ১১/৪৪২)

এমনি ভাবে ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ হাদীসে পাকের আদব ও সম্মানের দিকে বিশেষ নজর দিতেন, হাদীসে মোবারকের হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর মুক্তো বুখারী শরীফের সুতোয় গাঁথার পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ স্বয়ং বলেন: مَا كَتَبْتُ فِیْ كِتَابِ الصَّحِیْحِ حَدِیْثًا اِلَّا اِغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ وَ صَلَّیْتُ رَكْعَتَیْنِ অর্থাৎ আমি বুখারী শরীফের প্রতিটি হাদীস শরীফ লিখার পূর্বে অযু করে দু'রাকাত নামায অবশ্যই পড়তাম।

(মুকাদ্দামা ফতহুল বারী, আল ফসলুল আউয়াল ফি বয়ানুল সবব, ১/১০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিরূপ সম্মান করেছেন যে, হযরত সাইয়িদ বিন মুসাইয়িব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ শুয়ে শুয়ে হাদীসে পাক বর্ণনা করতেন না, এমনিভাবে ইমাম মালিক ও ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمَا এর মতো মহান বুযুর্গানে দ্বীনদের আদবের চেতনাও এমন ছিলো যে, হাদীস পাক লিখার পূর্বে গোসল করে নফল নামায আদায় করতেন, হাদীসে পাক বর্ণনা করার পূর্বে গোসল করতেন, উত্তম পোষাক পরিধান করতেন, সুগন্ধি লাগাতেন এবং হাদীসে পাক বর্ণনা করার জন্য একটি বিশেষ আসন ব্যবহার করতেন আর হাদীসে পাকের সম্মানের দিকে বিশেষ নজর রাখতেন, যদিওবা কোরআন ও হাদীসে পাকে কোথাও বলা হয়নি যে, হাদীসে পাক শুয়ে শুয়ে বর্ণনা করা যাবে না, আর এটাও বলা হয়নি যে, হাদীসে পাক লিখার জন্য এবং বর্ণনা করার জন্য পূর্বে অযু বা গোসল করে নফল নামায আদায় করো, সুগন্ধি লাগাও, নতুন কাপড় পরিধান করো এবং

www.dawateislami.net

বিশেষ আসনে বসেই হাদীসে পাক বর্ণনা করো ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু তারপরও হযরত সায়্যিদুনা সাইয়িদ বিন মুসাইয়িব, হযরত ইমাম মালিক এবং হযরত ইমাম বুখারী رَحِمَهُمُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن দের মতো জলিলুল কদর ব্যক্তিত্বরা যেহেতু শরীয়াতের মাসআলা ও আক্বীদা এবং এর স্বরূপ সম্পর্কে খুবই ভালভাবে অবগত ছিলেন, যারা আজও দুনিয়ায় পরিচিত এবং তাদের মহত্বের গুনগ্রাহী, সেই মহান ও মোবারক ব্যক্তিত্বরা শুধু **মুস্তফা**র প্রতি সম্মান প্রদর্শণের কারণেই হাদীসে পাকের সম্মানের এই সকল পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেদের কাজ দ্বারা এই বিষয়টি ভালভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, **মুস্তফা**র প্রতি সম্মান প্রদর্শণের সকল রীতিনীতির জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** ও **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলাদা কোন হুকুমের আবশ্যকতা নেই বরং সকল সেই জায়িয ও উত্তম পদ্ধতি অনুসরন করা, যাতে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ব ও সম্মান প্রকাশ পায়।

মাহফুয সদা রাখনা শাহা বে আদবোঁ ছে,
আউর মুঝ সে ভি সরযদ না কাভি বেআদবী হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের একটি দিক এটাও যে, যেই জিনিস **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কিত, তারও সম্মান করা। যেমনটি হযরত আল্লামা কাযী আয়ায মালেকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এসম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ অধ্যায় বিন্যাস করে বর্ণনা করেন: এটাও **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান যে, সেই সকল জিনিস যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্ক রাখে, তারও সম্মান করা, মক্কা মুকার্‌রমা এবং মদীনায়ে তায়্যিবার যেই স্থান সমূহ **তিনি** মর্যাদাবান করেছেন, তারও সম্মান ও আদব করা, তাছাড়া যেই মোবারক স্থানে **তিনি** অবস্থান করেছেন এবং সেই সকল মোবারক জিনিস যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাতকে চুম্বন করেছে বা যা সেই মোবারক শরীরের কোন অঙ্গের সাথে স্পর্শ (অর্থাৎ **Touch**) হয়েছে, তারও সম্মান করা।

www.dawateislami.net

প্রিয় মুস্তফার প্রতি সম্মান প্রদর্শণের এই বিষয়ের আলোকে আল্লামা কাযী আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কয়েকটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লা বিন ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে দেখা গেছে যে, মিম্বর শরীফের যেই স্থানে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বসতেন, সেখানে নিজের হাত রাখতেন এবং তা নিজের মুখে বুলিয়ে নিতেন। এভাবে ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্পর্কে লিখেন যে, হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মদীনা শরীফে কোন পশুর উপর আরোহন করতেন না এবং বলতেন: আমার **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট লজ্জাবোধ হয় যে, যেই পবিত্র মাটিতে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরাম করছেন, তা আমি আমার পশুর খুর দ্বারা পদদলিত করবো। **(আশ শিফা, ২য় অংশ, ৫৬ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

মজলিশ নশরো ইশআত (প্রচার ও প্রচারণা বিভাগ) এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনিও **প্রিয় মুস্তফা**র প্রতি সম্মানকে নিজের অন্তরে আরো বৃদ্ধি করার জন্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** বিভিন্ন বিভাগে খিদমতে দ্বীনের দায়িত্বকে পালন করে আসছে, এদের মধ্যে এক বিভাগ হলো "মজলিসে নশরো ইশআত (প্রচার ও প্রচারণা বিভাগ)"। এই বিভাগের অধীনে মিডিয়া **(Media)** অর্থাৎ প্রিন্ট মিডিয়া (খবরের কাগজ ও বিভিন্ন সাময়িকি) এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া (টিভি, রেডিও, ইন্টারনেট) এর সাথে সম্পর্কিত মাদানী পরিবেশের সাথে ভালভাসা পোষনকারী ইসলামী ভাই এবং তাদের মাধ্যমে সেই বিভাগের নতুন নতুন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা হয়, চেষ্টা করা হয় যে, নিজের নিগরানের সাথে আলোচনা করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী খবর সারা বছর চালাতে থাকা, যেমন মাকতাবাতুল মদীনা বিশেষ করে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রকাশিত কিতাব ও রিসালার বিষয়বস্তু ও মাদানী ফুল, মোবারক দিন ও মাসের সাথে সম্পর্কিত রিসালা ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকা এবং সাময়িকিতে পৌছানো হয়, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাংগঠনিক এবং পরিচিতি মূলক প্রবন্ধ **(Articles)**, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রচার প্রচারণা বিভাগের নামে প্রকাশ করারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

www.dawateislami.net

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানে আমরা **মুস্তফার** সম্মান সম্পর্কে শুনলাম যে,

❀ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা ঈমানের অংশ।

❀ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করার আদেশ, স্বয়ং **আল্লাহ্ তাআলাই** কোরআনে করীমে ইরশাদ করেন।

❀ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা ঈমানের পর সকল ফরয থেকেও সর্বপ্রথম।

❀ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা বরকত লাভের কারণ এবং অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জনের উপায়।

❀ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করার বরকতেই বনী ইসরাঈলের ২০০ বছর গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি শুধু ক্ষমা লাভ করলো না বরং ৭০ জন জান্নাতী হুরের সাথে তার বিবাহ দেয়া হলো

❀ **মুস্তফার** সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রেখে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুবই আদব ও সম্মান করতেন।

❀ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করাকে আমলীভাবে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে খুবই আদব সহকারে বসতেন।

❀ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করার বরকত অর্জনের জন্য, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক কথাবার্তা আদব সহকারে শুনতেন।

❀ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের কারণে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অযুর ব্যবহৃত পানি এমনকি পবিত্র থুথু মোবারকও মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো না, তা নিজেদের হাতে নিয়ে বরকতের উদ্দেশ্যে নিজের শরীরে মেখে নিতেন।

www.dawateislami.net

❀ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণের কারণে সাহাবা ও বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কিত সকল জিনিসের সম্মান করতেন।

❀ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **তাঁর** নামে পাক এবং হাদীসে পাকেরও সম্মান করতেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এবং **তাঁর** সাথে সম্পর্কিত সকল জিনিসের সম্মান ও ভক্তি করার তৌফিক দান করুক। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরা সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

মিসওয়াকের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে হাত মিসওয়াকের মাদানী ফুল শ্রবণ করি।

✱ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত উর্দূ কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** এর প্রথম খন্ডের ২৮৮পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেন: মাশায়েখে কিরাম বলেন: "যে ব্যক্তি মিস্ওয়াকে অভ্যস্থ হয়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা পড়া নসীব হয় এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসীব হবে না।"

www.dawateislami.net

✱ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, মিস্ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নতের অনুস্মরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামি' লিস্সুয়ুতী, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৮৬৭) ✱ মিস্ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। ✱ মিস্ওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ✱ মিস্ওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশি লম্বা না হয়। বেশি লম্বা হলে সেটার উপর শয়তান আরোহণ করে। ✱ মিসওয়াকের আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির মধ্যে ফাঁক **(GAP)** সৃষ্টি করে। ✱ মিস্ওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন। ✱ মিস্ওয়াকের আঁশ প্রতিদিন কাটা উচিত, আশঁগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফলদায়ক থাকে, যতক্ষণ মিস্ওয়াকে তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে। ✱ দাঁতের প্রস্থে মিস্ওয়াক করুন। ✱ যখনই মিস্ওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন। ✱ মিসওয়াক প্রত্যেকবার ধূয়ে নিন। ✱ মিস্ওয়াক ডান হতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিস্ওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে থাকে, আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে। ✱ প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিস্ওয়াক করবেন, অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর ডান দিকের নিচের দাঁত সমূহে, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিস্ওয়াক করবেন। ✱ মুষ্ঠি বেধেঁ মিসওয়াক করার কারণে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ✱ মিস্ওয়াক অযুর পূর্ববর্তী সুন্নাত। অবশ্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ ঐ সময় হবে যখন মুখ দুর্গন্ধ হয়। (ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংকলিত, ১ম খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা) ✱ মিস্ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন।

(আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ড এর ২৯৪ থেকে ২৯৫ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

www.dawateislami.net

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা**য় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইয়া খোদা! নিকলো মে মাদানী কাফেলোঁ কে সাথ কাশ!
সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে ওয়াস্তে ফির জলদ তর!!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে!

www.dawateislami.net

যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net